মুরাল (প্রতিমূর্তি) তৈরী করা পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল হজরত নুহ (আঃ) এর সময়।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আজকের আলোচনার বিষয় : মুরাল (প্রতিমূর্তি) তৈরী করা পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল হজরত নূহ (আঃ) এর সময়।

পবিত্র কুরআনের ৭১ নম্বর সূরা নূহ এর ২৩ নম্বর আয়াত এ আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

-এবং (কাফিররা) বলেছিলো: তোমরা কখনও তোমাদের দেব-দেবীদের পরিত্যাগ করো না; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া, আগুছ, আউক ও নাসর কে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইবনে কাসীর তাফসীরে বলা হয়েছে : আলী ইবনে আবি তালহা (রহঃ) ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আঃ) এর আমলে বিভিন্ন লোকেরা মুরাল (প্রতিমূর্তি) বানিয়ে পূজা করা শুরু করেছিল। (তাবারী ২৩/৬৪০)

মুহাম্মদ ইব্‌নে কায়েস (রহঃ) বলেন, ওই লোকগুলো যাদের মুরাল বানিয়ে পূজা করা হতো তারা ছিলেন আল্লাহর ইবাদতকারী, দ্বীনদার, তাকওয়া সম্পন্ন ও সৎ। তার আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) এর আমল পর্যন্ত ছিলেন সত্য অনুসারী, যাদের অনুসরণ করতো অন্য লোকেরা। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ এই সমস্ত বুজুর্গ লোকদের মুরাল (প্রতিকৃতি) স্থাপন করে পূজা করতো এবং তাদের কাছে ধন-সম্পত্তি, সন্তান, বৃষ্টি ইত্যাদি প্রার্থনা করতো।

এই আয়াত এ বর্ণিত এই ধরণের মুরাল ছিল যাদের পূজা করা হতো। মুরাল বা প্রতিকৃতি তৈরী করা এবং উপাসনা করা শিরক। আল্লাহ শিরক এর অপরাধ ক্ষমা করেন না।

আল্লাহ আমাদের শিরক মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।